# অর্পণ

আমার ছোট্ট ফুল "ইয়াহইয়া সিনওয়ার মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ" তোমার নিষ্পাপ হাসি আমার প্রতিদিনের প্রেরণা।

তুমি যেন হও কুরআনের বাহক। সিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক। বড় হয়ে যেন তুমি জানো—তুমি শুধু আমার সন্তান নও, তুমি আমার দুআ। খোদার কিবলা অভিমুখে আমার ছুড়ে দেওয়া সহস্রধারা চোখের জল।

# সূচিপত্র

ভূমিকা .....৯
কালিমাতুশ শোকর ও সূরা ফাতিহার বিশ্লেষণ..... ১১
সূরা ফাতিহা নাজিলের প্রেক্ষাপট .....২০
সূরা ফাতিহার পরিচিতি .....২৩
মহিমান্বিত সাত আয়াত ..... ২৭
নামকরণের কারণসমূহ..... ৩০
সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু .....৩২

আয়াত, শানে নুযূল ও তাফসির

মহিমান্বিত আয়াত (এক)..... ৩৫
মহিমান্বিত আয়াত (দুই).....৪৫
মহিমান্বিত আয়াত (তিন) .....৪৯
মহিমান্বিত আয়াত (চার) .....৫৫
মহিমান্বিত আয়াত (পাঁচ).....৬৯
মহিমান্বিত আয়াত (ছয় ও সাত).....৭৬
আধুনিক জীবনের সংকট ও সমাজে সূরা ফাতিহার প্রাসঙ্গিকতা ..... ৮৫
প্রতিষেধক সূরা ফাতিহা..... ৯১
পাওয়ার অফ সূরাতুল ফাতিহা..... ১০৪
“আলোর পথের খোঁজে” যুবকের আত্মিক পরিবর্তনের যাত্রা..... ১১৩

সূরা ফাতিহা সেই দরজা, যার চাবি দিয়ে হৃদয়ের অন্ধকার ঘর খুলে আলো প্রবেশ করানো যায়।

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ اَمَّا بَعْدُ:
وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

সূরা ফাতিহা; ঐশী জ্ঞানের উন্মেষবিন্দু!

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যা সূরা ফাতিহার মতো অগণিত হৃদয়ে প্রতিদিন বারবার উচ্চারিত হয়—অথচ প্রতিবার যেন তা নতুনভাবে হৃদয়ে নেমে আসে। এ সূরা শুধু ইসলামের ধর্মীয় আচারবিধির কেন্দ্রবিন্দু নয়; এটি মানব আত্মার গভীরতম চাহিদার এক নিখুঁত প্রতিক্রিয়া, স্রষ্টা ও মানবের মধ্যে সম্পর্কের শাশ্বত সেতুবন্ধন। এর মধ্যেই নিহিত আছে কুরআনের সামগ্রিক রূহ—এক ঐশী আহ্বান যা মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পথে ডেকে আনে। শিক্ষা দেয় কৃতজ্ঞতা, করুণা, বিচারবোধ, হিদায়াত এবং পরিণামের চিরন্তন সত্য।

সূরা ফাতিহা নাজিল হয় এমন এক সময়ে, যখন আরব সমাজ নৈতিক অবক্ষয়, বহু-ঈশ্বরবাদ ও সামাজিক বৈষম্যে নিমজ্জিত ছিল। সেই অন্ধকার যুগে সূরা ফাতিহা ছিল আলোর প্রথম ঝলক—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পরিচয়, তাঁর করুণা ও পরিপূর্ণ মালিকানার ঘোষণা। এটিই ছিল কুরআনিক বিপ্লবের সূচনা, যেখানে প্রথমবারের মতো একটি মানবিক, নৈতিক ও ঐশী বিশ্বদর্শনের বীজ বপন হয়।

এই সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে তাঁকে ডাকা যায়, কীভাবে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া যায় এবং কোন পথটি হক—যা নবি-রাসূল, শহীদ ও সৎ লোকদের পথ; সেই পথ নয়, যারা গোমরাহি ও আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত। সূরাতুল ফাতিহা এক ধরনের দুআ, উপদেশ কিংবা এক আত্মিক আকুতি, আবার এক চিরন্তন চুক্তি; বান্দা ও রবের মধ্যকার।

এই গ্রন্থে আমরা সূরাতুল ফাতিহার প্রতিটি আয়াতকে বিশ্লেষণ করেছি ভাষাগত, ব্যাখ্যামূলক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রাঞ্জল তাফসির, আধুনিক বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সূরাতুল ফাতিহা-কে অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। কেবল অনুবাদ বা ব্যাখ্যার জন্য নয় বরং একটি গভীর পাঠের আহ্বানে এ গ্রন্থ রচিত, যাতে পাঠক নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারেন এর প্রতিটি উচ্চারণের গভীর আবেদন।

এই সূরা আমাদের শেখাবে জীবনের প্রতিটি স্তরে আমাদের নির্ভরতা কেবল এক আল্লাহ রব্বুল আলামিনের উপর-ই। আমাদের গন্তব্য একটাই, এবং সে পথও একটাই—"সিরাতুল মুস্তাকীম।"

এই গ্রন্থটি সংকলন ও সংযোজনের সংমিশ্রণে তৈরি একটি অনবদ্য প্রযত্ন। বইটি যেন সর্বসাধারণ পাঠকের দুয়ারে পৌঁছাতে পারি সে শুদ্ধচিত্তে চিন্তামগ্ন। বড় বড় তাফসির গ্রন্থ, যেমন-তাফসিরে ইবনে কাসীর, তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, তাফসিরে জাকারিয়া, তাফসিরে আহসানুল বয়ানসহ প্রভৃতি কিতাবগুলো সর্বজনীন পাঠকের আয়ত্তে নেই বললেই চলে। সেজন্যই রাইয়ান প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত "মহিমান্বিত সাত আয়াত" এই বইটিকে সকল পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার নিয়তে প্রভৃতি গ্রন্থগুলো থেকে সংকলন ও স্বকীয় যোগসাধন করে উত্তমরূপে পরিমার্জন করা হয়েছে। যেন সর্বজনীন পাঠক সূরা ফাতিহার নূরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আত্মার শুভ প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

হে আল্লাহ রব্বুল আলামিন! আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে আলোকিত করুন। হৃদয় সিজাদাতে লুটিয়ে পড়ুক অজস্রবার।

"সূরা ফাতিহা সেই দরজা, যার চাবি দিয়ে হৃদয়ের অন্ধকার ঘর খুলে আলো প্রবেশ করানো যায়।"



# সূরা ফাতিহার পরিচিতি

সূরা ফাতিহা (الْفَاتِحَة) কুরআনুল কারিমের প্রথম সূরা এবং ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরা। এটি মুসলমানদের জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করে কারণ সূরা ফাতিহা শুধু কুরআনুল কারিমের সূচনা নয় বরং প্রতিদিনের নামাজের অপরিহার্য অংশও। সাতটি আয়াত নিয়ে গঠিত এই সূরাটি একদিকে যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত অন্যদিকে এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং জীবনমুখী।

সূরা ফাতিহার শাব্দিক অর্থ 'উদ্বোধন' বা 'শুরু'। এটি মুসলিমদের জন্য কুরআনুল কারিমের প্রথম পাঠ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার একত্ব, তাঁর অসীম দয়া এবং মানুষের সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করার মাধ্যম। সূরাটির নাম থেকেই পরিষ্কার এটি একটি শুরু বা প্রারম্ভ, যা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য এক শক্তিশালী প্রার্থনা। সূরা ফাতিহা এমন একটি সূরা যা মুসলমানদের প্রতিদিনের নামাযে (সালাত) অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং প্রতিটি রাকআতে এটি পাঠ করা বাধ্যতামূলক। এটি এমন একটি প্রার্থনা যা একজন মুসলিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে তাঁর পথে চলার জন্য অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে।

সূরা ফাতিহার একাধিক নাম রয়েছে। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ৫৫টির বেশি নাম উল্লেখ রয়েছে। নামগুলো খুব একটা প্রসিদ্ধ নয়। তবে বইয়ের আলোচ্য বিষয় যেহেতু সূরাতুল ফাতিহাকে কেন্দ্র করে, সেহেতু কিছু নাম উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক মনে করছি। নিম্নে একাধিক নামের মধ্য থেকে বাছাই করে অর্থবহ ২১টি নাম তুলে ধরা হয়েছে। এই নামগুলো এই সূরার অনেক ফজিলত ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। সূরা ফাতিহার ২১টি নাম ও অর্থ উল্লেখ করা হলো—

১। ফাতিহাতুল কিতাব (فاتحة الكتاب) ফাতিহা অর্থ ভূমিকা বা শুরু। যেহেতু এর মাধ্যমে নামায শুরু করা হয় এবং যেহেতু সূরা ফাতিহা কুরআন মাজিদেরও শুরুতে লিখিত হয়েছে তাই হযরত নবি কারিম ﷺ এটিকে ফাতিহাতুল কিতাব হিসেবে নামকরণ করেছেন।



# মহিমান্বিত আয়াত (চার)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।[১]

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা (نَعْبُدُ) ক্রিয়ার পূর্বে (إِيَّاكَ) কর্মপদকে নিয়ে এসেছেন সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারও নয় এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে চাই না। এটাই হলো তাওহিদে উলুহিয়্যাহ।

উল্লেখ্য (তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ ও তাওহিদুল আসমা অসসিফাত) এই ৩ প্রকারের তাওহিদ নিয়ে বিস্তারিত সামনে আলোচনা করা হয়েছে।

এক. ইবাদত কথাটি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কথা মনের পটে জাগ্রত হয়। প্রথম এই যে—যে বন্দেগি স্বীকার করেছে সে বান্দা ছাড়া আর কিছুই নয়, বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা। দ্বিতীয় এই যে, এমন একজন আছেন যাঁর বন্দেগি করা হচ্ছে, যাঁর বান্দা হয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে। তৃতীয়, যাঁর বন্দেগি করা হচ্ছে, তাঁর তরফ হতে নিয়ম ও বিধি-বিধান নাযিল হচ্ছে এবং যে বন্দেগি করছে, সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে। আর চতুর্থ এই যে, কাউকেও মাবুদ বলে স্বীকার করা এবং তাঁর দেওয়া বিধি-বিধান পালন করে চলার একটি অনিবার্য ফলাফল রয়েছে, যে ফলাফলের দিকে লক্ষ রেখেই এ বন্দেগির কাজ করা হচ্ছে। ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ ভাবধারায় ইবাদত-বন্দেগি করা, আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং বান্দা হয়ে থাকা, বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে এ কথা কয়েকটি অবশ্যই স্পষ্ট হতে হয়।

---

১. সূরা ফাতিহা, আয়াত: ৪

# মহিমান্বিত আয়াত (পাঁচ)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ

"আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।"[১]

'আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।'অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করে আপনার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত তার ওপর বহাল থাকার তাওফিক দান করুন।

তাফসিরুল কুরতুবিতে বলা হয়েছে—

"আমাদের সোজা পথ দেখাও; অর্থাৎ এমন পথ যা সরল, সুস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। এই পথ হলো নবিজি ﷺ-এর ও তাঁর উম্মতের পথ, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই দুআর মাধ্যমে মু'মিন আল্লাহর নিকট সাহায্য ও রাহনুমাই চাচ্ছে যেন তারা দুষ্টপথ থেকে বিরত থাকে।"[২]

স্নেহ ও করুণা এবং কল্যাণ কামনাসহ কাউকে মঙ্গলময় পথ দেখিয়ে দেওয়া ও মানজিলে পৌঁছিয়ে দেওয়াকে আরবি পরিভাষায় 'হিদায়াত' বলে। 'হিদায়াত' শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি পথ প্রদর্শন করা, আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। যেখানে এই শব্দের পর দুইটি অবজেক্ট থাকবে (إلى) থাকবে না, সেখানে এর অর্থ হবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর যেখানে এ শব্দের পর (إلى) শব্দ আসবে, সেখানে অর্থ হবে পথপ্রদর্শন।

---

১. সূরা ফাতিহা, আয়াত: ৫

২. তাফসিরুল কুরতুবি,: ১/১৪৬

**রোগ/সমস্যা–মানসিক অবসাদ, হতাশা:**

: আমল—সূরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে বুকের ওপর দম।

: ফায়দা—আত্মিক প্রশান্তি।

**রোগ/সমস্যা—অনিদ্রা:**

: আমল—ঘুমের আগে সূরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে দম।

: ফায়দা—শান্তি ও নিদ্রা আসে।

**রোগ/সমস্যা—বাচ্চাদের ভয় বা দুঃস্বপ্ন:**

: আমল—সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে খাওয়ানো।

: ফায়দা—ভয় দূর হয়।

**রোগ/সমস্যা—জিনের আসর:**

: আমল—প্রতিদিন ১১ বার সূরা ফাতিহা পড়ে দম।

: ফায়দা—জিনের প্রভাব দুর হয়।

**রোগ/সমস্যা—পেটব্যথা বা মাথাব্যথা:**

: আমল—সূরা ফাতিহা পড়ে সরাসরি আক্রান্ত স্থানে ফুঁক দেওয়া।

: ফায়দা—ব্যথা উপশম হয়।

**একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক:**

সূরা ফাতিহার আমল কেবল পড়া বা ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমেই নয়, বরং তা বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল ও আন্তরিকতার মাধ্যমেও কাজ করে। এটা শুধু "তাবিজ" নয়—বরং কুরআনের বরকত ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত।

উপশম হতে পারে, যদি সেটা ঈমান ও ভরসা সহকারে পাঠ করা হয়। এবং সূরা ফাতিহা রুকাইয়াহ (রুহানি চিকিৎসা) হিসেবে করলে যেসব রোগ ভালো হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়।

• মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা: এই সূরাটি মনকে প্রশান্ত করে, সে কারণে দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

• জাদু, বদনজর ও শয়তানি প্রভাব: সুরা ফাতিহা নিয়মিত পড়লে এসব রুহানি সমস্যার প্রতিকারে কাজ করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

• বদনজর দূর করতে—প্রথমে ওযু করে পরিষ্কার স্থানে বসা। তারপর সূরা ফাতিহা ৩ বা ৭ বার পড়ে দুই হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে নিলে বদনজর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সাথে ফালাক, নাস, ইখলাস পড়ে নিলেও সমস্যা নাই।

• শারীরিক ব্যথা বা অসুস্থতা: একাধিক হাদিসে এসেছে, সাহাবিরা রোগীর উপর ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিতেন এবং রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

• ঘুমের সমস্যা বা দুঃস্বপ্ন: রাতে ঘুমানোর আগে ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলে মন শান্ত হয় ও খারাপ স্বপ্ন কমে।

• ফজরের নামাযের সুন্নত ও ফরজ নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে চোখে ফুঁ দিলে, চোখের ব্যথা দূর হয়।

• রাতের শেষ প্রহরে ৪১ বার এই সূরা পাঠ করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রিযিক বৃদ্ধি করে দেন।

• গোলাপ, জাফরান এবং কস্তুরী দিয়ে চিনির রেকাবিতে এ সূরা লিপিবদ্ধ করে তার ধোয়া পানি ৪০ পর্যন্ত রুগ্ন ব্যক্তিকে পান করালে রোগ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

• দাঁতের ব্যথা, পেটের ব্যথা, মাথাব্যথার জন্য ৭ বার এ সূরা পাঠ করে দম করলে আল্লাহ পাক ব্যথা দূর করে দেন।

• • • • • •

বিলকিস খালা ছিলেন গ্রামের একজন পরহেজগার মহিলা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হঠাৎ করে তার চোখে তীব্র ব্যথা শুরু হয়—চোখ লাল হয়ে যায়, পানি পড়ে, আলো সহ্য করতে পারতেন না। গ্রামের ডাক্তার দেখিয়েও উপকার পাননি। শহরে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখানোর সামর্থ্য ছিল না তখন।

একদিন তাঁর বড় ছেলে বলল—"মা, তুমি তো সব সময় বলো কুরআনে শিফা আছে। তুমি নিজেই সূরা ফাতিহা পড়ে নিজের চোখে ফুঁ দাও।" বিলকিস খালা কথাটা বিশ্বাস করতেন, তাই প্রতিদিন ওজু করে সূরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে চোখে হালকা ফুঁ দিতেন। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করতেন—হে আল্লাহ! এ চোখ দিয়ে আমি কুরআন পড়ি, তুমি আমার চোখকে সুস্থ করে দাও।

তিন দিন পর বিলকিস খালা বললেন—"বাপজান, চোখে আগের মতো জ্বালা লাগছে না, এখন একটু হালকা লাগছে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই চোখের পানি পড়া বন্ধ, লালচে ভাবও উধাও। চোখের ব্যথাও উপশম হয়েছে, এমনকি চোখের দৃষ্টিও আগের চেয়ে পরিষ্কার!

এ ঘটনার পর, বিলকিস খালা যখনই কারও ব্যথা-অসুখ হতো, বলতেন, "চিকিৎসা নাও ঠিক আছে, তবে সূরা ফাতিহা পড়ো, এটা তো 'সূরাতুশ শিফা, এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা শিফা রেখেছেন।"

• • • • • •

আমার আম্মাজানের মাথার বাম পাশে প্রচণ্ড ব্যথা। এত ব্যথা বোঝানো সম্ভব না। আম্মাজানকে দেখতাম ব্যথায় ছটফট করতেন। তারপর একদিন ভোরে ফাতিহার আমল শুরু করলেন। আমলটি ছিল এ রকম—প্রথমে ইস্তেগফার একাধিকবার, তারপর ১১ বার দরুদ শরিফ, তারপর ১১ বার সূরা ফাতিহা, তারপর আবার ১১ বার দরুদ শরিফ, তারপর ইস্তেগফার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করা এবং শরীরে দম করা। আম্মাজান সপ্তাহখানেক এই আমল করার পর আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে মাথাব্যথা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন।



# পাঠকের জন্য একান্ত কিছু কথা

(নাসিহা ও আত্মিক আহ্বান)

হে প্রিয় পাঠক,

আপনি একটি এমন একটি গ্রন্থ পাঠ শেষ করেছেন, যা শুধু জ্ঞানের নয়—আত্মার দাওয়াতও। এই বইতে সূরা ফাতিহার আয়াতগুলো আপনাকে শুধু পড়তে বলেনি, বরং আপনাকে ডেকে এনেছে একটি গহীন পথে। যেখানে মানুষ একা হয় না, সঙ্গে থাকে আল্লাহর রহমত, আর তাঁর নির্দেশিত সরল পথ।

আল্লাহ আমাদের এমন এক সূরা দিয়েছেন, যেটা তিনি প্রতিদিন আমাদের মুখে তুলেছেন। আমরা মুখে বলি—"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি"—কিন্তু বাস্তবে কি আমরা সেই ইবাদতের পথে আছি? আমাদের জীবন কি সত্যিই সেই এক আল্লাহর দিকে নিবেদিত? না কি আমরা নিজেদের খেয়াল, দুনিয়ার মোহ ও সমাজের চাপে পথ হারিয়ে ফেলেছি?

এখন প্রশ্ন একটাই—এই পঠিত বইয়ের জ্ঞান আপনার মাথায় কতটুকু ঢুকলো? কেবল জানলেন, নাকি কিছু অনুভব করলেন? মুখস্থ করলেন, না হৃদস্থ?

প্রিয় পাঠক,

আজকের এই বই পড়া যেন একটি শুরু হয়, সমাপ্তি নয়। প্রতিদিনের নামাজে, প্রতিটি দু'আয়, জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে আপনি যেন সূরা ফাতিহাকে জীবনের মানচিত্র হিসেবে নেন। মনে রাখবেন, এই সূরা কেবল কুরআনের সূচনা নয়, এটি আপনার আত্মারও নবজন্ম। নিজের জীবনকে প্রশ্ন করুন—আমি কাদের মতো? "যাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে?" না কি "যারা গোমরাহ হয়েছে বা আল্লাহর গজবের পাত্র হয়েছে"?